জাপানের অভিজ্ঞতা

জাহেদুল হক সাহিন

সৌভাগ্যবশত গ্রামওয়েবের শুরু থেকেই আমরা এর সাথে পরিচিত ছিলাম, প্রতিযোগীতার খবর টা ঐ সূত্রেই পাই, এবং এ কথা অবশ্যই বলতে হবে যে গ্রাম ওয়েবের এ উদ্যোগটা আমার চমৎকার লেগেছে। প্রতিযোগীতার প্রথমদিকে খুব একটা উৎসাহ ছিলনা, তাছাড়া ভিডিওগ্রাফী এবং এইচ, টি, এম, এল, কোনটাতেই আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলো না, জমা দেয়ার তারিখ শেষ হবার দিকে আমার বন্ধুর তাড়ায় কাজটা শুরু করি , শুধুমাত্র বন্ধু সাহস দেয়ার কারণেই অংশ নেয়ার প্রস্তুতি নিলাম এবং যথারীতি জমা দিলাম।

প্রথম থেকেই চেষ্টা করেছি আমার গ্রামের মৌলিক বিষয়গুলো এবং গ্রামকে নিয়ে আমার ভাবনা তুলে ধরতে। চেষ্টা করেছি এ সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলো সংগ্রহ করে যতটা সম্ভব বিষয়ানুগ করে তোলার। আমি আশাবাদী ছিলাম যে প্রাথমিক বাছাই এ মনোনীত হবো, তবে সেরা ৬ জনের একজন হবো এটা পুরস্কার ঘোষণার আগ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি।

প্রতিযোগীতার সময় আমি মাত্র স্নাতকোত্তর শেষ করা একজন। একটা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থায় খন্ডকালীন চাকরী করছিলাম।

প্রতিযোগীতায় জমা দেয়া আইডিয়া টা ছিলো আমার গ্রামের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা সংক্রান্ত,(আমাদের গ্রামে একটি মাত্র প্রাইমারী স্কুল এবং কোন হাসপাতাল নেই) যেখানে একটি ই সেন্টারের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা দেয়া এবং সাথে মৌলিক বিষয়গুলো সর্ম্পকে গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা মূলক বিভিন্ন ক্যাম্পেইন/কাজ করা। এই সেন্টারের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে আরো তথ্যভিত্তিক সেবা দেয়ার পরিকল্পনা ছিল, যেমন বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রয়োজনীয় তথ্য, শিক্ষা সংক্রান্ত, ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য, ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য, কৃষিভিত্তিক প্রয়োজনীয় তথ্য, কৃষক বান্ধব তথ্যসেবা চালু করা। মূলত ই সেন্টার টি গ্রামবাসীদের জন্য একটি সেতু হিসেবে কাজ করবে যেখানে দূরত্বের জন্য গ্রামবাসীরা কোন আধুনিক সেবা থেকে বঞ্চিত হবেনা। সেই সাথে স্থানীয় সমস্যার স্থানীয় এবং জাতীয় সমাধান খোঁজার উপায় হিসেবে ও দেখা যেতে পারে এই ই সেন্টারটিকে।

আমার প্রপোজালের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এরকম:

- আমাদের গ্রামের একটা স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট থাকবে, (গ্রামওয়েব)
- পরিচালিত হবে গ্রামবাসীদের নিজেদের তত্ত্বাবধানে।
- গ্রামবাসীরাই তথ্য সংগ্রহ করে আপলোড করবে।
- স্থানীয় হালনাগাদ তথ্য থাকবে,
- গ্রামের ছাত্রদের মাধ্যমে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
- প্রশিক্ষিত লোক দিয়ে সেবা প্রদান করা হবে।
- স্বাস্থ্য কর্মসূচী গ্রহণ, শহুরে ডাক্তাররা স্বাস্থ্যসেবা দিবে।
- গ্রামের অধিবাসীদের কে ইন্টারনেটের মাধ্যমে শহরের ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।

জাপানে আমরা মূলত প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি, যেমন: জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়নে কিভাবে প্রযুক্তি সহায়ক হতে পারে, বাংলাদেশের গ্রাম উন্নয়নে কিভাবে প্রযুক্তি কে সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে, দুরদর্শী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহনে কিভাবে প্রযুক্তি সহায়ক হতে পারে? এইসব ব্যাপার, আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংগঠনের কর্মকর্তা, বেসরকারী উদ্যোক্তা, প্রযুক্তিবিদ এবং এ

সংশ্লিষ্টদের সাথে এসব বিষয়ে মতবিনিময় করেছি। আমার ভালো লাগার বিষয় বলতে গেলে একটা বিষয়ের কথা আগে আসবে, সেটা হচ্ছে হিতোসোবাসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইউনিকুরার একটা সেমিনারে আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম "জাপানের তথ্য যোগাগোগ ও প্রযুক্তি নীতি" শিরোনামে। জাপানের নীতি নির্ধারকদের ভবিষ্যত ভাবনা এবং দূরদর্শীতা দেখে সত্যিই আমরা অবাক হয়েছি যদি ও এর অনেকগুলো কারণ আছে। আমাদের নীতি নির্ধারকরা আসলে ওরকম করে চিন্তা ও করতে পারেন কিনা সন্দেহ আছে। আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করলাম জাপানীজরা যখন কোন সিদ্ধান্ত বা নীতি গ্রহণ করে তখন সেটা অন্যান্য সমসাময়িক সম্ভাবনা এবং দেশের সাথে তুলনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাতে তাদের গৃহীত নীতি বা সিদ্ধান্ত নির্ভূল হয়। আরেকটা বিষয় দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল সেটা হচ্ছে, আমরা টোকিও শহর থেকে প্রায় ৫ ঘন্টা ভ্রমনের পর জাপানের একটা গ্রামে গিয়েছিলাম, সেখানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো একটা বেসরকারী সংগঠনের কর্মকান্ড সরাসরি দেখা এবং উদ্যোক্তার সাথে মতবিনিয়ের জন্য। ইগাও সুনাগাতে নামক এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জাপানের শহর এবং গ্রামের মানুষদের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন তৈরী করা। কারণ তারা বিশ্বাস করে একটা দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য শহর গ্রাম সমান ভাবে কাজ করতে হবে। দ্রুত নগরায়নের ফলে জাপানে কৃষিকাজের হার এবং কৃষি উৎপাদন দ্রুত কমছে এই প্রবনতার নেতিবাচক প্রভাব বন্ধ করার জন্য এ সংগঠনটি এমন কিছু কর্মসূচীর আয়োজন করে যার মাধ্যমে শহরের মানুষদের সাথে গ্রামীণ পরিবেশ, গ্রামীণ জীবনযাত্রা এবং কৃষিকাজের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিনিময় করা যায়, অনেকটা ইর্ন্টানির মতো, যেমন: টয়োটা কোম্পানীর কর্মকর্তা, কর্মচারীদের কে ৩ দিনের জন্য জাপানের কোন একটা গ্রামে একটা এসাইনমেন্ট/ভ্রমণে পাঠানো হলো, সেখানে তারা ইগাও সুনাগাতে'র সাথে ধান রোপনের কাজ করবে, হাতে কলমে শিখবে, এবং মূল্যায়িত হবে, সর্বশেষে তাদেরকে সনদ প্রদান করা হবে। যার ফলে যারা করছে তারা ও উৎসাহ পাচ্ছে এবং সেই সাথে দেশের জন্য কাজ করছে। এতে করে তারা জাপানের কিছু অনাবাদি জমি কে চাষযোগ্য করে তুলছে এবং এর সাথে ধীরে হলেও জাপানের খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে। এছাড়া তারা জাপানের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য ট্যুরিজ্যম প্রকল্প গ্রহণ করেছে শহরের বিশাল জনগোষ্ঠীকে গ্রামমুখী করার জন্য। সত্যিই ভালো লেগেছে জাপানের গ্রাম থেকে ঘুরে আসার পর। (মনে মনে খারাপ লাগছিল, আমরা কেন এরকম করে ভাবতে পারিনা?)

আসলে ভ্রমণের পুরো সময়টুকুই ভালো লেগেছে। তারপর ও বিশেষকরে বলতে গেলে গ্রামে ভ্রমণ, গ্রামের মানুষদের সাহচর্য এবং অবশ্যই আরেকটা ব্যাপার ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে ইয়োকোহামা কেনসু সেন্টারের একজন মহিলা কর্মকর্তা (৬৩) আমাদের কে এক রাতে খাবারের আমন্ত্রণ জানালেন। আমরা সবাই অভিভূত হয়েছি

এই মহিলার আতিথেয়তা দেখে। উনার এক সহকর্মীর বাংলাদেশী স্ত্রীর কাছ থেকে শেখা বাংলা খাবারের আয়োজন করেছেন আমাদের জন্য, সত্যিই চমৎকার ছিলো। উফ!

আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আশাকরি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। সত্যি বলতে প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা আমার জীবনের বিশাল একটা প্রাপ্তি এবং অবশ্যই জীবনের যেকোন সময় এটা কাজে লেগে যেতে পারে।

আমার উদ্যোগ শুরু করার প্রাথমিক প্রস্তুতি আমি শুরু করেছি। প্রথমে ওয়েবসাইটের কাজটা শুরু করতে চাই। পুরো প্রক্রিয়াটা শুরু করার আগে সচেতনতামূলক একটা ক্যাম্পেইন করার পরিকল্পনা আছে। একটা ই সেন্টার এবং সেবাগুলো প্রাথমিকভাবে চালু করার জন্য তিন লাখ টাকা যথেষ্ঠ। অন্য বিষয়গুলোর মধ্যে প্রয়োজন বোধ করি, প্রাথমিকভাবে কয়েকজন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা যাতে তাঁরা ইন্টারনেট এর মাধ্যমে কিছু সময়ের জন্য গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের রোগীদের প্রাথমিক সেবা দিতে ইচ্ছুক থাকে। শুরুর দিকে প্রাথমিক চিকিৎসাপত্র কিংবা ডাক্তারের সাথে দেখা করার জন্য সময় নির্ধারণ ইত্যাদি।